ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশ প্রণয়নে সংস্কার বিমুখতা

অবস্থানপত্র

১২ জানুয়ারি ২০২৬

অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশ প্রণয়নে সংস্কার বিমুখতা

প্রেক্ষাপট

- বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি তৈরি করা
- রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যেমে জবাবদিহিমূলক সরকার, সুশাসন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধে বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন, জুলাই সনদ এবং সরকারের নিজস্ব বিবেচনায় বিভিন্ন খাত, প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। যার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে শতাধিক অধ্যাদেশ জারি করেছে
- রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালনের অংশ হিসেবে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব, আইনের খসড়া পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রস্তাব করে এসেছে, যার প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগে প্রতিফলিত হয়েছে
- কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিশনসহ বিভিন্ন অংশীজন প্রদত্ত যৌক্তিক সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে। টিআইবি এবিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে উদ্বেগ ও অবস্থান প্রকাশ করেছে
- এই ধারাবাহিকতায় টিআইবি কয়েকটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠানের জন্য আইনি সংস্কারের ক্ষেত্রে কী ধরনের ঘাটতি হয়েছে এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব কী তা পর্যালোচনা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা, এবং জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা

আলোচ্য অধ্যাদেশের তালিকা

১. দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

২. পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

৪. সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

৫. রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫

৬. সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

৭. ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

৮. জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫

দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

ইতিবাচক বিষয়সমূহ

- দুদকে কমিশন সদস্য সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ-এ বৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে একজন নারী কমিশনার ও আইসিটি বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে।
- দ্রুততর মামলা ও তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে - ১২০ দিনের নির্দিষ্ট তদন্তসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- কমিশনকে সরাসরি মামলা (Direct FIR) করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
- কমিশনের কর্মকর্তাদের পরিচয় গোপন রেখে "গোপনীয় অনুসন্ধান" পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে।

- দেশের বাইরে অবস্থানরত বাংলাদেশি কিংবা দেশে থাকা বিদেশিরা অন্য দেশে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার করার এখতিয়ার দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রদান করা হয়েছে।
- কমিশনের আর্থিক স্বায়ত্বশাসন বৃদ্ধি করা হয়েছে, যদিও সমপর্যায়ের অন্য কমিশনের মত পরিপূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়নি।
- ছয় মাস অন্তর কাজের প্রতিবেদন প্রকাশের বিধান করা হয়েছে।
- কমিশনের কর্মকর্তাদের সম্পদ বিবরণী জমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; যদিও প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

আইনের ঘাটতি/ বিতর্কিত বা সমস্যাজনক বিষয়

- দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধি মনোনয়নের এখতিয়ার বিরোধী দলের নেতার পরিবর্তে স্পিকারের হাতে দেওয়া হয়েছে। ফলে বাছাই কমিটির কার্যকরতা হ্রাস পেয়েছে এবং সরকারি দলের প্রভাব জোরদার হয়েছে।
- দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বাংলাদেশি নাগরিককে কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়নের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির ওপর না দিয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়েছে।
- দুদকের জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রস্তাবিত 'পর্যালোচনা কমিটি' উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাতিল করা হয়েছে, যদিও এ প্রস্তাবে সকল রাজনৈতিক দলের নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থন রয়েছে এবং এ সম্পর্কে সরকার ও দুদক উভয়েই অবহিত ছিল।
- চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে স্বচ্ছতার ঘাটতি - শর্টলিস্ট করা প্রার্থীদের নাম প্রকাশের বিধান বাদ দেওয়া হয়েছে; শক্তিশালী ও অংশগ্রহণমূলক সার্চ কমিটির বদলে আগের মতোই নির্বাহী ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন কাঠামো বহাল রাখা হয়েছে।
- দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি মোকাবিলায় স্বতন্ত্র 'ইন্টিগ্রিটি ইউনিট', আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিশ্চিতে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে।
- দুদকের সামগ্রিক কার্যক্রম, বিশেষ করে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান এবং মামলা-মোকদ্দমার জন্য 'এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের' প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়েছে।
- কমিশনার নিয়োগে অভিজ্ঞতার শর্ত ১৫ বছরের বদলে ২০ বছর করা হয়েছে।
- জনবল বৃদ্ধির সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে।
- কর্মীদের জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ করে দুদকের কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
- দুদকের ঊর্ধ্বতন পদে, বিশেষ করে প্রশাসনিক চাকরি থেকে, নিযুক্ত আমলাদের সর্বোচ্চ সীমার প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়েছে।
- কোনো অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক তদন্তপূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধান করার বিধান বাতিল করে সরাসরি এজাহার দায়েরের বিধান যুক্ত করা হলেও আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুরূপ ক্ষেত্রে অনাবশ্যকভাবে কমিশনের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক যাছাই-বাছাইয়ের বিধান যুক্ত করা হয়েছে।
- দুর্নীতির বিচারে আপোষ করার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ বা উভয়ই প্রদান করতে সম্মত হলে সাজা মার্জনার ঢালাও সুযোগ রেখে দুর্নীতির সুরক্ষার 'ফ্লাড-গেইটের' বিধান রাখা হয়েছে। অন্যদিকে একই আইনে দুর্নীতির অপরাধকে আপোষ অযোগ্য বলে বিধান রাখা হয়েছে-যা উক্ত ধারার স্ববিরোধী।
- বেসরকারি খাতের ঘুষ-দুর্নীতিকে আইনের আওতায় আনা হয়নি।

দুদক সংস্কার কমিশনের অন্যান্য যেসব সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে

- বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে একটি জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল (NACS) গ্রহণ করা - এর মধ্যে রয়েছে আইনসভা, নির্বাহী, বিচার বিভাগ, সরকারি ক্ষেত্র, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুদক, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং কর্পোরেট খাত।

- জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের অধীনে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মক্ষমতা তদারকি এবং প্রতিবেদন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ন্যায়পালের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
- কালো টাকা বৈধ করার চর্চা স্থায়ীভাবে বাতিল করার জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা।
- বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতাধর এবং জনস্বার্থ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি এবং প্রতিরোধ করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো তৈরি করা।
- জনসাধারণের অর্থ ও সম্পদ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের মালিকানার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রতারণা রোধ করার জন্য একটি 'সুবিধাভোগীর মালিকানা স্বচ্ছতা আইন' (Beneficial Ownership Transparency Act) প্রণয়ন করা, যেখানে জনসাধারণের জন্য প্রবেশযোগ্য রেজিস্টারের মাধ্যমে এই ধরনের লাভজনক মালিকানার বাধ্যতামূলক প্রকাশের বিধান থাকা।
- রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান প্রণয়ন, যার মধ্যে রয়েছে সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তাদের এবং পরিবারের সদস্যদের বার্ষিক হালনাগাদযোগ্য খাতভিত্তিক আয় এবং সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা, যা জনসাধারণের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- কর ফাঁকি এবং অর্থ পাচারসহ অবৈধ আর্থিক স্থানান্তর রোধের উপায় হিসেবে দেশে এবং বিদেশে সকলের আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে 'মিউচুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্স ইন ট্যাক্স ম্যাটার কনভেনশনে (MCAA)' বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি এবং 'কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (CRS)' বাস্তবায়ন
- সরকারি, বেসরকারি এবং অরাষ্ট্রীয় খাতে স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা গ্রহণের সুবিধার্থে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপের (OGP)' পক্ষভুক্ত হওয়া
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যার মধ্যে রয়েছে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা, যাতে সৃজনশীল উপায়ে জনগণ এবং নতুন প্রজন্মকে এই ধারণাটি জানানো যায় যে দুর্নীতি কেবল একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, বরং এটি একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়ভাবে অগ্রহণযোগ্য, ধ্বংসাত্মক এবং বৈষম্যমূলক ব্যাধি।

পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

আইনের ঘাটতি/ বিতর্কিত বা সমস্যাজনক বিষয়

- পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পুলিশ কমিশনের প্রত্যাশা পদদলিত করে এমনকি 'স্বাধীন' বা 'নিরপেক্ষ' শব্দগুলোও ব্যবহার না করে শুধুমাত্র একটি 'সংবিধিবদ্ধ সংস্থা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। একই সাথে এর গঠন, কার্যপরিধি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিধানসমূহ এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে প্রস্তাবিত সুপারিশ ও সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্যদিকে এ অধ্যাদেশের বলে যদি পুলিশ কমিশন গঠিত হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণভাবে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশি ও প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান, যা এধরনের কমিশনের মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হবে।
- পুলিশ কমিশন গঠনে পুলিশ কমিশনের সদস্য হিসেবে একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা (গ্রেড-১) ও একজন সাবেক পুলিশ সদস্যকে (গ্রেড-১) অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি এবং সাবেক পুলিশ সদস্যকে কমিশনের সদস্য সচিবের কর্তৃত্ব প্রদান করা করা হয়েছে - যা বাংলাদেশ তথা বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। এভাবে সাবেক পুলিশ সদস্যকে সদস্য-সচিবের কর্তৃত্ব প্রদান করে প্রস্তাবিত কমিশনের চেয়ারপার্সন ও অন্য কমিশনারদের পদমর্যাদা ও কর্ম-সক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে। একই সাথে কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা তার অবসর গ্রহণের পূর্বের পদমর্যাদার সমরূপ করা এবং সদস্যদের পদমর্যাদা নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, কমিশনের নিরপেক্ষতাকে পদদলিত করা ও কমিশনে সরকার এবং নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- পুলিশ কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্য নিয়োগের বাছাই কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে কমিশন গঠন ও কাজে ক্ষমতাসীন সরকারের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

- সরকারকে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করার এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। প্রথম তিন বছর এই সংখ্যার কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি এবং পরবর্তীতে ৩০ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হলেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার জন্য এ হারও যথেষ্টের চেয়ে বেশি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

ইতিবাচক বিষয়সমূহ

- আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট আটককেন্দ্র কমিশনের কার্যক্রমের আওতাভূক্ত করা হয়েছে।
- কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সকল কমিশনারকে সার্বক্ষণিক হিসেবে নিয়োগের বিধান করা হয়েছে।
- CAT, তথা নির্যাতন ও অন্যান্য অমানবিক অপরাধের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় এই কমিশনের কার্যক্রমের আওতাভূক্ত করা হয়েছে
- সার্বিক বিবেচনায় জাতীয় প্রত্যাশা ও আর্ন্তজাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও অধ্যাদেশের প্রথম দফায় সৃষ্ট সম্ভাবনাকে পরবর্তীতে খর্ব করা হয়েছে।

আইনের ঘাটতি/ বিতর্কিত বা সমস্যাজনক বিষয়

- ৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জারিকৃত অধ্যাদেশে বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত না করে অধ্যাদেশ সংশোধন করে বাছাই কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অন্তর্ভুক্তির বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ও দলীয় নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।
- সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের স্বীয় পদে থেকেই প্রেষণ, লিয়েন বা অবৈতনিক ছুটি নিয়ে কমিশনের চেয়ারপার্সন বা কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।
- ব্যাপকভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগের সুযোগ তৈরি (যা কমিশনের মোট জনবলের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ) করে দেওয়া হয়েছে। যা কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি প্রভাব বা হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করবে।

সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

ইতিবাচক বিষয়সমূহ

- মহাহিসাব নিরীক্ষকের কার্যক্ষেত্র স্পষ্ট করা হয়েছে
- আর্থিক নিরীক্ষার পাশাপাশি মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসুতা হিসাব নিরীক্ষার এখতিয়ার প্রদান

আইনের ঘাটতি/ বিতর্কিত বা সমস্যাজনক বিষয়

- রাজস্ব নিরূপণ ও আদায় নিরীক্ষার সুযোগ না থাকা (ধারা ৬) মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সাংবিধানিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করবে এবং সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থায় জবাবদিহি কমাবে এবং রাজস্ব নিরূপণ ও আদায়ে অনিয়ম ও করফাঁকি জবাবদিহির বাইরে থেকে যাবে।
- সরকারের পূর্বানুমতির বাধ্যবাধকতা তথা আন্তর্জাতিক/বিদেশি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করতে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন (ধারা ১৭); সরকার মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সাথে পরামর্শক্রমে বিধি প্রণয়ন করবে (ধারা ১৯)। এই ধরনের বাধ্যবাধকতার ফলে সরকারের আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা কঠিন হবে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন (ধারা ১৮) প্রতিবছর যথাসময়ে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি।

রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫

ইতিবাচক বিষয়সমূহ

- খাত-সংশ্লিষ্ট এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা।
- অটোমেশনে এবং আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব প্রদান।

আইনের ঘাটতি/ বিতর্কিত বা সমস্যাজনক বিষয়

- এনবিআর-এর বিদ্যমান কাঠামো পুনর্গঠন করে 'রাজস্ব নীতি বিভাগ' (Revenue Policy Division) এবং 'রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ' (Revenue Management Division) নামে দুটি আলাদা বিভাগ গঠন করা হয়েছে। রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রস্তুতিহীনতা এবং অদূরদর্শিতার প্রদর্শনী ঘটেছে, রাজস্ব কর্মকর্তা কর্মচারীদের অভূতপূর্ব আন্দোলন এবং তা দমনে চাকরিচ্যুতি থেকে শুরু করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে রাজস্ব খাতে অস্বস্তি এবং আস্থার সংকট তৈরি করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিবেচনায় আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে রাজস্ব আদায়কারী বিভাগটিকে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতপূর্বক স্বতন্ত্র সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ হিসেবে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থতার কারণে তা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কতৃত্বের প্রতিনিধিত্বকারী আর্থিক বিভাগেরই আওতাধীন করা হয়েছে। এনবিআর সংস্কারের মূল লক্ষ্য রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কতটুকু অর্জিত হবে তা প্রশ্নবিদ্ধ।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

ইতিবাচক বিষয়সমূহ

- পরোয়ানার মাধ্যমে গ্রেফতারের বিধান, অনলাইন জুয়া নিষিদ্ধকরণ, ব্লক কনটেন্টের তালিকা প্রকাশের বিধান করা।

আইনের ঘাটতি/ বিতর্কিত বা সমস্যাজনক বিষয়

- জটিল কাঠামো এবং একাধিক বিষয়ের একত্রীকরণ - সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ কাঠামো এবং বিষয়বস্তু এখনো আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অধ্যাদেশটি মূলত তিনটি বিষয় বিশেষ করে সাইবার সুরক্ষা, সাইবার অপরাধ এবং অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে একত্রিত করে একটি মিশ্র আইনে পরিণত হয়েছে, যেটি প্রায়োগিক জটিলতার সাথে সাথে অপব্যবহারের সুযোগও তৈরি করছে। যার বড় উদাহরণ সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনে অপপ্রচারের অভিযোগে 'মিম' ও 'স্যাটায়ার ধর্মী' পেইজের নামে মামলা করা।
- কতিপয় তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার ক্ষমতা [ধারা ৮ (২)] ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বিষয়ে অস্পষ্টতা এর অপব্যবহারের সুযোগ বাড়াবে। কেননা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে কোনটি ধর্মীয় বা ঘৃণামূলক বক্তব্য আর কোনটি নয় তার বিচার অনেকটাই আপেক্ষিক ও তর্কযোগ্য। তাৎক্ষণিক কনটেন্ট ব্লক করার ক্ষত্রে পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নেওয়ার বিধান রাখা হলেও এক্ষেত্রে 'চুজ এন্ড পিক' করার সুযোগ রয়ে গেছে।
- **অপরাধ ও দণ্ড [ধারা ২৬ (১) ও (২)]** সংক্রান্ত অপরাধ বিশেষ করে সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা জাতিগত বিষয়ে সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রকাশে জেল জরিমানার অপব্যবহারের শংকা রয়েছে।
- **জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি (ধারা ৫)** পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকায় কনটেন্ট ব্লকিং এর মতো সংবেদনশীল বিষয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠতে পারে।
- **জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল (ধারা ১২)** সরকার প্রধানের নেতৃত্বে তৈরি হওয়ার ফলে সাইবার স্পেসে সরকারের ক্ষমতাকেই জোরদার করবে। ২৫ সদস্যের সাইবার কাউন্সিলে মাত্র দুজন আইসিটি বা মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ থাকবেন, তাও সরকার মনোনীত। ফলে সরকারের বাইরে অংশীজনের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব না থাকার শংকা এবং পুরো জাতিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঝুঁকি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

আইনের ঘাটতি/ বিতর্কিত বা সমস্যাজনক বিষয়

- বিশ্বজুড়ে অনুসৃত উপাত্ত সুরক্ষা মূলনীতি (Data Protection Principles) যেমন আইনসম্মতা, মানবাধিকার প্রাধান্য, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা, উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধতা, তথ্য ন্যূনতমীকরণ, নির্ভুলতাসহ সততা ও গোপনীয়তা এবং জবাবিদিহির বিষয়গুলো বাদ দেওয়া বা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।
- **উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য [ধারা ১৫(৪)]** - অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচেষ্টা বা ব্যয়ের অজুহাতে (disproportionate effort or expense) উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে ১৫(৪) ছাড়ের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ছাড়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের হাতে যার অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
- ধারা ২৪-এ অব্যাহতি-সংক্রান্ত বিষয়াদিতে "অপরাধ প্রতিরোধের" নামে ব্যক্তিগত উপাত্তে ঢালাও প্রবেশাধিকারের সুযোগ রাখা হয়েছে, যা উপাত্ত সুরক্ষার নামে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার শংকা রয়েছে। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনগণের স্বার্থরক্ষার নামে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করার এখতিয়ারও রাখা হয়েছে।

জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫

আইনের ঘাটতি/ বিতর্কিত বা সমস্যাজনক বিষয়

- ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ আলোকে সকল প্রকার উপাত্তের (ডেটা) ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচালন এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আলাদা এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে অর্পণ করা হয়েছে **জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হাতে।** আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুযায়ী সাধারণত এই ধরনের কর্তৃপক্ষ উপাত্ত সুরক্ষা আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গঠিত হয়।
- জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা "কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে" বলা হলেও এই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বাছাই করবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি। যার ফলে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই প্রক্রিয়ায় সরকারের পছন্দ এবং অনুগত লোকজনই এই সুযোগ লাভ করবেন বলে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
- কর্তৃপক্ষ একইসাথে অধ্যাদেশটির অধীনে নিজেকে একটি আন্তঃপরিচালন গেটওয়ে বা ঘজউঊঢ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ নিজেই একটি ডেটা পরিচালন অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে, যা সুস্পষ্ট স্বার্থের দ্বন্দ্বযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- কর্তৃত্বপরায়ণ চোরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য রক্তের বিনিময়ে সূচিত অভীষ্ট রাষ্ট্র সংস্কারের ভিত্তি প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণ করে অন্তর্বর্তী সরকার যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে:
    - ১১টি সংস্কার কমিশন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন, একাধিক শ্বেতপত্র কমিটি, বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিটি, এবং গুম সংক্রান্ত 'কমিশন অব এনকোয়ারি' গঠনের পাশাপাশি জুলাই অভ্যুত্থানকালে কর্তৃত্ববাদী সরকার কর্তৃক পরিচালিত হত্যাকাণ্ডসহ ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তের জন্য জাতিসংঘকে আহবান জানানো, জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় স্থাপনে সম্মতি, গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত কনভেশনে অনুস্বাক্ষর ইত্যাদি।
    - বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথে স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন সংস্কার এই সরকারের শীর্ষস্থানীয় অর্জনের মধ্যে অন্যতম, অবশ্য যদি বাস্তবিকই প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়।
    - উল্লিখিত কমিশন/কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে জুলাই সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান ও অন্যান্য সংস্কারমূলক সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে গণভোটের আয়োজন এবং বেশ কিছু সংস্কারমূলক অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও নির্বাহী সিদ্ধান্ত, যার কিছু সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিশনপ্রসূত, আর কিছু সরকারের নিজস্ব বিবেচনায় গৃহীত হয়েছে।
- সংস্কারের জন্য খাত বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণে কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে, এমন বিবেচনার সুযোগ নেই। ১১টি কমিশন ও কমিটিসমূহের বাইরে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অন্য অনেক খাত, যেমন শিক্ষা, কৃষি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত কোন যুক্তিতে বাদ পড়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।
- গণভোটের সিদ্ধান্ত ছাড়া সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ বাস্তবায়নের কোনো কর্মকৌশল প্রণীত হয়নি।

- শুরু থেকে কোনো পর্যায়ে সংস্কার-প্রতিরোধক মহলকে চিহ্নিত করে প্রতিহত করার গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়নি, বরং এই অপশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাতিল হয়েছে, অনেক সংস্কার-পরিপন্থী সিদ্ধান্ত হয়েছে, এমনকি জুলাই সনদকে যুক্তিহীনভাবে লঙ্ঘন করে নেতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে।

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের অভ্যন্তরে ও সরকারের পেছনের ক্ষমতার ভিত্তি বিবেচনায় সংস্কার বাস্তবায়নের নামে এড-হক ভিত্তিক বাছাই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার ফলে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কার-পরিপন্থী আইন বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে

- সবগুলো সংস্কার কমিশনের কাছ থেকে সংগৃহীত অন্তর্বর্তী মেয়াদে আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা নিয়ে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাস্তবে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি; অন্যদিকে প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টির বাইরে গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, নারীবিষয়ক, শ্রম ও স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর শ্বেতপত্র ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোনো কর্মপরিকল্পনা নেই।

- মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া সরকার একতরফাভাবে অংশীজনদের সম্পৃক্ত না করে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খসড়া অধ্যাদেশ স্বল্প সময়ের জন্য লোক-দেখানোভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে দায় কাটানো হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে, এমনকি বিরাগভাজন হয়ে কোনো কোনো অংশীজন অধিপরামর্শের সুযোগ করে নিয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুত সংশোধন কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া অবহেলিত হয়েছে; এমনকি কোনো কোনো অংশীজনদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হয়েছে।

- সরকার সার্বিকভাবে আইন প্রণয়ন ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত স্বচ্ছতা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চার উদহারণ সৃষ্টি করতে পারেনি।

- যেসব অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও এনজিও খাতের জন্য প্রযোজ্য ফরেইন ডোনেশনস (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিজ) রেগুলেশন সংশোধনমূলক অধ্যাদেশের মতো ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রতিরোধক মহল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতি স্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের মূলমন্ত্র তথা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অভীষ্টের পরিপন্থী অনেক বিধান রচিত হয়েছে

- দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি অধ্যাদেশসমূহের প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের তুলনায় আমলাতন্ত্রসহ ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র ও জবাবদিহিহীন কর্তৃত্বের চর্চা অব্যাহত রাখার সুযোগ রাখা হয়েছে।

- উদাহরণস্বরূপ, পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ যেভাবে প্রণীত হয়েছে এর ফলে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পেশাগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করে জনকল্যাণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বাহিনী গঠনে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশনের স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে ধুলিস্যাৎ করা হয়েছে। লোক-দেখানো এ অধ্যাদেশে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যে এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত তথাকথিত পুলিশ কমিশন অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক ও পুলিশ আমলাদের ক্ষমতার অব্যাহত অপব্যবহারের রিসোর্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না। বাস্তবে এটি পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে।

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশটি একটি আন্তর্জাতিক মানের আইন হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো যদি এক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা হয়েছিল তাদের অন্ধকারে রেখে অন্তর্ঘাতী প্রক্রিয়ায় এতে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অপ্রতিরোধ্য সুযোগ সৃষ্টি না করা হতো।

- সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশে উল্লেখযোগ্য যুগোপযোগী ইতিবাচক বিধান থাকলেও প্রতিটিতে নিজস্ব আঙ্গিকে ও সামষ্টিকভাবে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে কোনো প্রকার বিচারিক সুরক্ষা ছাড়া জবাবদিহিহীনভাবে বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমত ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দমনের আইনগত ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যাতে কর্তৃত্ববাদী আমলের ন্যায় ব্যাপক নজরদারিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চলমান রাখার সুযোগ রাখা হয়েছে।

- দুদক সংস্কার কমিশনের আশু করণীয় সুপারিশমালা সরকার বা দুদকের নিকট প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায়নি। অন্যদিকে অন্য কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করে দুদক ও সরকারি আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে দুদকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি জবাবদিহির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও প্রতিবেদন প্রকাশের পর এক্ষেত্রে দুদকের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের যেমন কোনো দ্বিমত ছিলো না তেমনি জুলাই সনদ অনুযায়ী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেরও নোট অফ ডিসেন্টহীন সম্মতি রয়েছে, যা সরকার বা দুদক কারোরই অজানা ছিল না।

- সর্বোপরি অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের নামে যতটুকুই করেছে তার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাস্তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

****